দৈনিক খবর

তারিখ 22 APR 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

166

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা

হল দখলকে কেন্দ্র করে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ ঃ গুলী

।।স্টাফরিপোর্টার।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে ছাত্রলীগ (ম–ই) ও ছাত্রলীগ (মি–ল) সমর্থকদের মধ্যে হল দখলকে কেন্দ্র করে ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া এবং গুলী বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে।

এস এম হল থেকে ছাত্রলীগ (মি–ল) কর্তৃক বিতাড়িত ছাত্রলীগের (ম–ই) সমর্থকরা গতকাল হলে ফিরে গেলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। দীর্ঘদিন হলের বাইরে অবস্থানের পর ছাত্রলীগের (ম–ই) সমর্থকরা এস এম হলে ফিরে আসার পর ছাত্রলীগের (মি–ল) সমর্থকরা পালিয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘন্টা পরে ছাত্রলীগের (মি–ল) সমর্থকরা জহরুল হক হল থেকে এস এম হলে অবস্থান নেয়। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলীর শব্দ শোনা যায় এবং দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া চলে। ঘটনার সময়

৭–এর পাতা ৬ষ্ঠ কঃ দেখুন

হল দখলকে কেন্দ্র করে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিপুলসংখ্যক পুলিশ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় থাকার পরেও তারা কোন ভূমিকা নেয়নি। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের (ম–ই) সমর্থকরা অস্ত্রের মুখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এ ঘটনার সময় এস এম হলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরবর্তীতে এ উত্তেজনা পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হল থেকে বিতাড়িত হলের আবাসিক সাধারণ ছাত্ররা নিজ হলে গমনের পর অস্ত্রের মুখে তাদের পুনরায় হল থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে গতকাল দুপুর ২টায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ছাত্রলীগের যুগ্ম–সম্পাদক ইকবাল হোসেন অপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বিজির হায়াত মোহাম্মদ লিজু ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাথ।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলে কথিত আইনজীবী ডঃ কামাল সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তিনি চমকপ্রদ ও চটকদারী কথাবার্তা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের শক্তিকে দ্বিধা–বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস পরিচালনা করছে। তারা পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অস্ত্রের মুখে জহরুল হক হল ও এস এম হল জবরদখল করে রেখেছে। এ বাহিনীই এস এম হলে সাধারণ ছাত্রসহ ঐ হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা করেছে এবং অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়েছে। সে সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নেতৃবৃন্দ ডঃ কামালকে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের রাজনৈতিক ভূমিকা পরিত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (ম–ই) নেতৃবৃন্দ গতকাল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেছেন, বাদল হত্যাকারীরা অস্ত্রের মুখে পুলিশের সহায়তা নিয়ে এস এম হল থেকে ছাত্রলীগের (ম–ই) নেতা–কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের বের করে দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ দিন হলের বাইরে অবস্থান করার পর গতকাল ছাত্রলীগের নেতা–কর্মী ও সাধারণ ছাত্ররা এস এম হলে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, বাদল হত্যাকারীরা অস্ত্রের মুখে এ সব ছাত্রকে কয়েক মাস আগে হল থেকে বের করে দিয়েছিল। গতকাল তারা হলে ফিরে গেলে বাদল হত্যাকারীরা তাদের আবারও অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়। এ সময় পুলিশ তাদের সহায়তা করেছে।